JAN 18 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৬ ......

ইত্তেফাক

চার হাজার ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা

ইত্তেফাক রিপোর্ট । অশান্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবার শান্ত হয়ে উঠছে। তবে আন্দোলনরত ছাত্রীদের চাপা ক্ষোভ এখনো রয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার তারা মাঠে না নামলেও ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী পুলিশী হামলা ও গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ জানিয়ে কর্মচারী সমিতির সদস্যরা ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল বের করেন। অন্যদিকে, চার [illegible]কে সন্ত্রাসী হিসেবে উল্লেখ করে কোতয়ালী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, গতকাল জরুরীভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক হয়েছে। গত চার দিনব্যাপী তুমুল ঝড়-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাকৃবি'র নাম বহাল নিয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে গেলেও সরকারের সঠিক ব্যাখ্যা ক্যাম্পাসে আসেনি। প্রচার মাধ্যমের উপর নির্ভর করে এবং (২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

চার হাজার ছাত্রের বিরুদ্ধে

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রতিনিধিদলের শিক্ষকদের প্রচারণায় বাকৃবি'র নাম বহাল রয়েছে বলে জানা গেছে। এ নিয়ে ভিসি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান জানান, বাকৃবি'র নাম অপরিবর্তন কিংবা পরিবর্তনের কোন বার্তা তার দপ্তরে আসেনি। তবে শিক্ষামন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন বাকৃবি বহাল রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসির বড় ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুকের প্রতীক্ষায় রয়েছে ছাত্রীরা। ২৭ জানুয়ারী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামে শিক্ষামন্ত্রী নামকরণ প্রশ্নে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেবেন বলে আশা করেছে সবাই।

এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে গতকাল চার ঘণ্টাব্যাপী ভিসির নেতৃত্বে একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক শিক্ষাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আগামীকাল শনিবার থেকে ক্লাস পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। আহতদের জন্য দোয়াও করা হয়।

প্রোক্টর প্রফেসর ডঃ নজরুল ইসলাম এবং ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ আমিরুল ইসলামের অবস্থা এখনও উন্নতি হয়নি। প্রফেসর ডঃ আবদুল করিমকে বিদেশে (মাদ্রাজ) পাঠানোর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কিবরিয়া নামের আরেক ছাত্রকে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

পুলিশী হামলায় গুলীবিদ্ধের ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল কর্মচারী সমিতির কয়েকশ' সদস্য ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল বের করেন ও বিচারের দাবী জানান। গতকাল অফিস খোলা থাকলেও প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়নি। ঝাড়ামোছার কাজ চলেছে সর্বত্রই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবাই ১৪ ও ১৫ জানুয়ারীর ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন। সন্ধ্যায় ভিসি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলানো হবে না।

ময়মনসিংহ (উত্তর/দক্ষিণ) সংবাদদাতা জানান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন নিয়ে গত ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী ক্যাম্পাসে সংঘটিত সহিংস ঘটনার সাথে জড়িত ৪ হাজার ছাত্রকে সন্ত্রাসী হিসেবে উল্লেখ করে কোতয়ালী থানার এসআই হাফেজ আহমদ রেজা বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে এ মামলায় সন্দেহজনকভাবে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে জেলা নাগরিক আন্দোলন ও উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত মামলায় কাউকে হয়রানি না করা এবং গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানিয়েছে। এছাড়াও ১৪ ও ১৫ জানুয়ারীর প্রকৃত ঘটনার উদঘাটন ও জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করার জন্যও দাবী জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি এডভোকেট আনিসুর রহমান খান, সাধারণ সম্পাদক নূরুল আমিন কালাম। অন্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট এএইচএম খালেকুজ্জামান, এডভোকেট এ কে এম মঞ্জুরুল হক, অধ্যাপক মুহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, অনিল বন্ধু দাস, এডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল, এডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু, শ্রী ভানু গুহ, সাব্বির আহমেদ লিটন, কাজী রানা, মফিজুনুর খোকা শরীফ খন্দকার প্রমুখ।